সংবাদ

তারিখ 28 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

# বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে ডাক্তার নাজেহাল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেসথেসিয়া, এ্যানালজেশিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছেন একজন ডাক্তার। তাকে পরীক্ষার হলের সামনে থেকে তুলে নিয়ে মারপিট ও আটকে রাখা হয়। জামায়াত শিবির সন্দেহে গতকাল দুপুরে তার উপর এই হামলা ও তাণ্ডব চালানো হয়। খবর পেয়ে তার স্ত্রী ও অন্যান্য সহকর্মীরা ঘটনার প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার পর ওই বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা হয়েছে। মেডিকেল ভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, ঘটনার পরপরই দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ওই পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালের ডা. এসএম আবদুল আলিম গতকাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে যান। তখন কয়েকজন দলবাজ ডাক্তার তাকে তুলে নিয়ে আটকে রাখে ও মারপিট করে।

ডা. আলীম সাংবাদিকদের বলেন, তাকে পরীক্ষায় অংশ নিতে না দেয়ার উদ্দেশে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিকিৎসক একটি কক্ষে তাকে আটকে রাখে ও মারধর করে। ডা. আলীম বলেন, "সকালে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে গেলে ওই প্রতিষ্ঠানের এনেসথেশিয়া বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. সজিব, ডা. মেহেদী, ডা. জুয়েল, ডা. শরীফ ও হান্নানসহ কয়েকজন তাকে জোর করে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে থেকে তুলে নেন। এর পর হাসপাতালের এ ব্লকের চতুর্থ তলার একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর এ কারণে তিনি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাকে উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ওই চিকিৎসককে পরীক্ষায় অংশ নিতে না দেয়ায় কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠকে বসে। অভিযোগ রয়েছে, জামায়াত শিবির সন্দেহে পরীক্ষার আগে অতি উৎসাহী কয়েকজন ডাক্তার তাকে তুলে নিয়ে মারপিট করে আটকে রেখেছিল।

এই সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল হাসান খান বলেন, ঘটনার পর পরীক্ষাটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। চিকিৎসককে আটকে রাখার খবর শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বিষয়টি খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এরপর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।